৭

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ...09 APR. 1997...
পৃঃ ৬ কলাম ৮

শিক্ষা ও দীক্ষা বিষয়ক কিছু প্রস্তাবনা

মোঃ রিয়াজ উদ্দীন
উপাধ্যক্ষ শৈলকুপা সরঃ ডিগ্রী কলেজ, ঝিনাইদহ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

তারা বিশ্বাস করতেন যে, মানুষের দৈহিক ও মানসিক গুণগত শিক্ষা ও দীক্ষা ছাড়া মানব চরিত্রের নৈতিক উন্নতি, যা পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের সর্বত্রই অতীব প্রয়োজন, অর্জন করা কিছুতেই সম্ভব নয়। মানবীয় নৈতিক চরিত্রের এরূপ উন্নতি ছাড়া প্রত্যেকটি মানুষ সমাজ, দেশ, জাতি ও রাষ্ট্রের জন্য বিরাট হুমকিস্বরূপ। এ কারণেই তাঁরা উক্ত শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করেছিলেন।

এর প্রায় এক হাজার বছর পর সারাবিশ্ব যখন সামাজিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে চরম দূর্নীতি ও দুর্দশাগ্রস্থ এরূপ যুগ-সন্ধিক্ষণে মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সঃ) উক্ত সুকঠিন সংক্রামক ব্যাধিসমূহের সুচিকিৎসাসহ বিশ্বের সবচেয়ে সঙ্গীন অবস্থায় নিপতিত দেশ আরবে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তিনি নবুওয়ত প্রাপ্তির পর মাত্র ২৩ বছরের একান্ত পরিশ্রম ও সাধনা দ্বারা উক্ত চিকিৎসা ব্যবস্থা অনাগত পৃথিবীর সমগ্র মানব ও দানব (জ্বিন) জাতির জন্য শান্তি প্রতিষ্ঠার চিরস্থায়ী ব্যবস্থারূপে চালু করে রেখে গেছেন, যা মসজিদ ও মাদ্রাসাভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থার ধারায় অদ্যাবধি প্রচলিত আছে। এই মসজিদ ও মাদ্রাসাভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য হল মানবমনের কুকুমার বৃত্তিগুলোকে অবদমিত করে প্রশিক্ষণ ও পরিচর্যার মাধ্যমে তদস্থলে মনের সুকুমার বৃত্তিসমূহকে ফুটিয়ে তোলা, যাতে একটা স্বর্গীয় শান্তিময় পরিবেশের সৃষ্টি হয়। আর এর জন্যই চাই শিক্ষা গুরুর একান্ত সান্নিধ্য ও সাহচর্য। মহানবী (সাঃ) এভাবেই মসজিদে নববীতে তাঁর সমস্ত সাহাবীদের বিশেষতঃ সর্বদা সেখানে অবস্থানরত ৭০-১০০ জন আছহাবে ছোফফাকে নিজ সাচর্যে রেখে উপযুক্ত শিক্ষা ও দীক্ষা দান করেছিলেন। এ কারণেই আমরা দেখতে পাই মহানবী (সাঃ)-এর মহাপ্রয়াণের পর সারাবিশ্বের মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় মসজিদে নববীর অনুরূপ মসজিদ ও মাদ্রাসাকেন্দ্রিক হাজার হাজার আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল, তন্মধ্যে অনেকগুলো আজ পর্যন্ত উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করে পৃথিবীর বুকে সেরা বিদ্যাপীঠ হিসেবে অক্ষুণ্ণ রয়েছে। মিসরের কায়রোতে প্রতিষ্ঠিত জামে আযহার বিশ্ববিদ্যালয়, স্পেনের কর্ডোভা, সিসিলি ও গ্রানাডায় প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া ইসলামের প্রাথমিক যুগে ব্যক্তিগত ওপর পরবর্তীতে রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধানে মক্কা, মদীনা, ইরাক, কুফা, বসরা, বাগদাদ, সিরিয়া, দামেস্ক, খোরাসন, আলজিরিয়া, তিউনিসিয়া, মরক্কো, সমরকন্দ, বুখারা, উজবেকিস্তান ও তাজিকিস্তানে অনেক মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো। পরবর্তীকালে পৃথিবীর আরও অনেক দেশে, চীনে, ভারতবর্ষে, এমনকি বাংলাদেশেও উপরোক্ত রূপ আবাসিক মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল।

যদিও নবী করীম (সাঃ), সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ), তাবেয়ীন ও তাবে তাবেয়ীনদের (রঃ) যুগের সে সব মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় ছাত্রদের উপর দৈহিক কোন শাস্তির ব্যবস্থা ছিল না বরং শুধুমাত্র মানসিক যাতনার মাধ্যমেই তাদেরকে ইসলামী শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট করা হতো। কিন্তু পরবর্তী যুগে শিক্ষকগণ যখন ছাত্রদের সংখ্যা বৃদ্ধি বা তাদের অভিভাবকদের পার্থিব প্রাচুর্যের কারণে উক্ত শিক্ষার প্রতি তাদের অনীহা উপলব্ধি করলেন তখন তাঁরা কিছু কিছু দৈনিক শাস্তির ও ব্যবস্থা করলেন। সেই সব মাদ্রাসায় অধ্যয়নকারীরা নিজ নিজ অধীত বিষয়ের উপর গভীর জ্ঞান ও পান্ডিত্য অর্জন করে কৃতিত্বের সনদ লাভ করতো। খুব সম্ভবত মাদ্রাসা শিক্ষার উক্ত ব্যবস্থাধীনে অধ্যয়নকারীদের অর্জিত এরূপ কৃতিত্ব দৃষ্টে অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতেও অনুরূপ শাসন ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছিল। ফলে সেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকেও শিক্ষার্থীগণ গভীর জ্ঞান ও পান্ডিত্যের অধিকারী হয়ে সনদ লাভ করতো। এটা রোধকরি সকলেই স্বীকার করবেন যে, আজকের দিনেরও যাঁরা নগণ্য পন্ডিত ব্যক্তি তাঁদের প্রায় সকলেই সেইসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সোনালী ফসল। অতীব দুঃখের সাথে বলতে হয়, যখন থেকে ছাত্রদের প্রতি শিক্ষককুলের এরূপ হিতাকাংক্ষামূলক শাসন ব্যবস্থার সমালোচনা শুরু হয়েছে, বিভিন্নভাবে তাঁদের অপমান ও লাঞ্ছনা শুরু হয়েছে আর তাঁরা ছাত্র সমাজের হিত কামনার হাল ছেড়ে দিয়েছেন এবং তাদের প্রতি উদাসীন হয়ে গেছেন, তখন থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত শিক্ষাঙ্গনের সর্বত্র আধুনিকতার অনুপ্রবেশ ঘটেছে, ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের অবনতি ঘটেছে, শিক্ষার উপকরণের প্রাচুর্য ও জৌলুস বেড়ে যাওয়া সত্ত্বেও শিক্ষার মান নিম্ন থেকে নিম্নস্তরে নেমে গিয়েছে।

শিক্ষককুলের ছাত্রদের প্রতি উক্ত উদাসীনতা ও অবহেলাই শিক্ষার মান নিম্নগামী হওয়ার একটা বড় কারণ তা ঠিক, কিন্তু তাঁদের সে উদাসীনতার মূল কারণ উদঘাটন না করেই আমরা তাঁদের উক্ত রোগের চিকিৎসা স্বরূপ তাঁদের জবাবদিহিতা সৃষ্টি, বেতন বন্ধ, বরখাস্ত বা স্থানান্তরিতকরণ রূপ ব্যবস্থা প্রদানের প্রয়াসে লিপ্ত হয়েছি। আসলে বর্তমান ছাত্রসমাজ এক অশনি রাহুগ্রস্ত, তাই তারা শুধু লেখাপড়া থেকে নয় বরং শিক্ষা বিষয়ক সমস্ত ধ্যান-ধারণা ও শিক্ষা বিভাগীয় সমস্ত নীতিমালা তথা সমস্ত আইন-কানুন থেকে উদাসীন ও উচ্ছৃংখল হয়ে পড়েছে। এমন অবস্থা যে, শিক্ষক যখন পাঠদান করে শ্রেণীকক্ষে যাচ্ছেন তখন তারা হয় খেলাধুলা নিয়ে ব্যস্ত, নয় মিছিল-মিটিং নিয়ে উন্মত্ত। তারপর পরীক্ষার হলে নকলই একমাত্র সম্বল। এতে কেউ বাধ সাধলে প্রথমত তার প্রতি চোখ রাঙ্গানী, অশ্লীল অশ্রাব্য গালিবর্ষণ-- সব শেষে জানের হুমকি। এখন সবারই মুখে সাধু বাক্য, 'জীবনের ভয়ে দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দিবেন কেন? আপনি মরে যান, দুর্নীতি বন্ধ হয়ে যাক।' সাধু! ভাল কথা বলেছেন, দুর্নীতি বন্ধ হলে একবার কেন হাজারবার মরতেও অনেকেই প্রস্তুত। কিন্তু দুঃখের বিষয় দুর্নীতি বন্ধ হওয়া তো দূরের কথা উক্ত ঘটনাবলীর পর সেটা আরও পাকাপোক্ত হয়ে জোরেশোরে চালু হচ্ছে। হবে না কেন? তাদের খুঁটির জোর আছে, যার সৌজন্যে তারা যেন-তেন প্রকরণে একটা সনদপত্র লাভ করতে পারলেই বিরাট একটা পদে বা চেয়ারে অধিষ্ঠিত হতে পারে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে এই খুঁটিগুলো এতই মজবুত যে, প্রকাশ্যেই প্রায় সেসব খুঁটির দলীয় ক্যাডারের প্রশিক্ষণ হচ্ছে, আবার এসব ক্যাডাররা একদল আর একদলের উপর কমান্ডো স্টাইলে প্রকাশ্যে সশস্ত্র হামলা চালাচ্ছে। *(চলবে)*

ইসলামের প্রাথমিক যুগে ব্যক্তিগত ওপর পরবর্তীতে রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধানে মক্কা, মদীনা, ইরাক, কুফা, বসরা, বাগদাদ, সিরিয়া, দামেস্ক, খোরাসন, আলজিরিয়া, তিউনিসিয়া, মরক্কো, সমরকন্দ, বুখারা, উজবেকিস্তান ও তাজিকিস্তানে অনেক মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো। পরবর্তীকালে পৃথিবীর আরও অনেক দেশে, চীনে, ভারতবর্ষে, এমনকি বাংলাদেশেও উপরোক্ত রূপ আবাসিক মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল।